আজ নৃত্য করচে। শরীরের রক্ত নাচ্‌চে, চারদিকের জগৎ নাচ্‌চে, সমস্ত ঝাপ্‌সা ঠেক্‌চে!

(বালকগণের প্রবেশ)

এস, এস, তোমরা সব মূর্ত্তিমান কিশোর বসন্ত, ধর তোমাদের গান ধর! আমার সমস্ত শরীর গান গাইচে অথচ আমার কণ্ঠে সুর আসচে না। তোমরা আমার হ'য়ে গান গেয়ে যাও।

গান

বিরহ মধুর হ'ল আজি
মধুরাতে।
গভীর রাগিণী উঠে বাজি
বেদনাতে।
ভরি দিয়া পূর্ণিমা নিশা
অধীর অদর্শন-তৃষা
কি করুণ মরীচিকা আনে
আঁখিপাতে।
সুদূরের সুগন্ধ ধারা
বায়ুভরে
পরাণে আমার পথহারা
ঘুরে মরে!

কা'র বাণী কোন্ সুরে তালে
মর্ম্মরে পল্লবজালে,
বাজে মম মঞ্জীরবাজি
সাথে সাথে ॥

সুদর্শনা। হয়েছে হয়েছে আর না! তোমাদের এই গান শুনে চোখে জল ভরে' আস্‌চে। আমার মনে হচ্চে যা পাবার জিনিষ তা'কে হাতে পাবার জো নেই— তা'কে হাতে পাবার দরকার নেই। এম্‌নি করে' খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হ'য়ে আছে। কোন্ মাধুর্য্যের সন্ন্যাসী তোমাদের এই গান শিখিয়ে দিয়েছে গো! ইচ্ছে কর্‌চে চোখে-দেখা কানে-শোনা ঘুচিয়ে দিই, হৃদয়ের ভিতরটাতে যে গহন পথের কুঞ্জবন আছে সেইখানকার ছায়ার মধ্যে উদাস হ'য়ে চলে' যাই! ওগো কুমার তাপসগণ, তোমাদের আমি কি দেব বল! আমার গলায় এ কেবল রত্নের মালা, এ কঠিন হার তোমাদের কণ্ঠে পীড়া দেবে; তোমরা যে ফুলের মালা পরেছ ওর মত কিছুই আমার কাছে নেই।

(প্রণাম করিয়া বালকগণের প্রস্থান)

(রোহিণীর প্রবেশ)

সুদর্শনা। ভালো করিনি, ভালো করিনি রোহিণী। তোর